ইউনিট ৮

সরকার

ভূমিকা

সরকার রাষ্ট্র গঠনের একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । সরকারকে রাষ্ট্রের মুখপাত্র বলা হয় । সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কর্মসূচি ও নীতিমালা প্রকাশিত ও কার্যকর হয় । সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। অন্য কথায়, রাষ্ট্রের কাজে নিয়োজিত শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সকল কর্মকতা ও কর্মচারীদের সমষ্টিকে সরকার বলে। সরকার রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাবলে শাসন কার্য পরিচালনা করে। রাষ্ট্রভেদে সরকারের রূপ ও সংগঠন আলাদা হয়ে থাকে । প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সরকার ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে।

বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : সরকারের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের সাথে সরকারের সম্পর্ক ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ।
পাঠ-২ : সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।
পাঠ-৩ : এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার।
পাঠ-৪ : গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র।

পাঠ-১ : সরকারের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের সাথে সরকারের সম্পর্ক ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সরকারের সংজ্ঞা বলতে পারেন ।
- রাষ্ট্রের সাথে সরকারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- সরকারের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন ।

সরকারের সংজ্ঞা : বিভিন্ন রাষ্ট্র চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন সময়ে সরকারের সংজ্ঞা দিয়েছেন । অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন, "সরকার হলো রাষ্ট্রের মুখপাত্র । সরকার হলো একটি যন্ত্রবিশেষ । যার মাধ্যমে রাষ্ট্র তার কার্যাবলি সুসম্পন্ন করে থাকে ।" সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র তার ইচ্ছাসমূহের বাস্তবায়ন ঘটায় । কেউ কেউ সরকারকে রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক বলে থাকেন । সরকারই রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি ।

রাষ্ট্রের সাথে সরকারের সম্পর্ক

রাষ্ট্র ও সরকারের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান । প্রাচীনকালে রাষ্ট্র ও সরকারকে একই অর্থে ব্যবহার করা হত । আপাত দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও সরকার শব্দ দুটি সমার্থক মনে হলেও উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান । রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা । আর সরকার সেই ধারণার বাস্তব সংগঠন । রাষ্ট্র একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান । চারটি অন্যতম উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত । এর একটিকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না । আর সরকার রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের একটি উপাদান । এদের মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য । অধ্যাপক গার্নার বলেন, "রাষ্ট্রকে যদি জীবদেহ মনে করা হয় তাহলে সরকার হলো এর মস্তিষ্ক ।"

তবে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান । নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

১ । সরকার রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের একটি ।
২ । রাষ্ট্র স্থায়ী, সরকার অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল ।
৩ । সরকার বাস্তব প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র বিমূর্ত ধারণা ।
৪ । রাষ্ট্র মোট জনসমষ্টি নিয়ে গঠিত । সরকার মোট জনসমষ্টির একটি ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে গঠিত ।
৫ । সরকারের বিভিন্ন রূপ হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন সম্ভব নয় ।
৬ । রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালনার জন্য সরকার পরিবর্তন হয় । কিন্তু রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয় না ।
৭ । রাষ্ট্র সার্বভৌম বা চরম ক্ষমতার অধিকারী, আর সরকার সেই চরম ক্ষমতার বাস্তবায়নকারী মাত্র ।
৮ । রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যত পার্থক্য থাকুক না কেন, সরকার না থাকলে রাষ্ট্রকে কল্পনা করা যায় না । আর রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সরকারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় । তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ।

যুগে যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন । এদের মধ্যে এরিস্টটল, মন্টেস্কু, জ্যা জ্যাক রুশো, ম্যাকাইভার, ম্যারিয়ট এ্যালান ও লিককের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তবে অধ্যাপক লিকক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণীবিভাগটি সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সর্বাধুনিক, তিনি সরকারকে চার ভাগে ভাগ করেছেন । অধ্যাপক লিকক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণীবিভাগটি নিম্নরূপ :

সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তিতে সরকার দুই ভাগে বিভক্ত । একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র । গণতন্ত্র সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে । আর একনায়কতন্ত্রে ক্ষমতা একজনের হাতে থাকে । একদল, একনেতা, এক জাতি একনায়কতন্ত্রের শ্লোগান ।

রাষ্ট্র প্রধানের ক্ষমতা লাভের পদ্ধতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন ।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র ।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান, প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যাস্ত থাকে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে । ইংল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ।

আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার দুই ভাগে বিভক্ত । মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা সংসদীয় সরকার এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার । শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকলে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলে । যেমন– বাংলাদেশ ও ভারতের সরকার ।

আর আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগ দায়ী না থাকলে তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে । যেমন– আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার । রাষ্ট্রপ্রধান জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত তিনি প্রকৃত শাসক । কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে । এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় । এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্রের ওপর ন্যাস্ত থাকে । কেন্দ্র প্রাদেশিক সরকার বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে ক্ষমতা ন্যাস্ত করে তা নিয়ন্ত্রণ করে । অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা বলতে , যে শাসন ব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা বণ্টন করে দেয়া হয় তাকে বোঝায় । যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ।

অধ্যাপক লিককের সরকারের শ্রেণীবিভাগ নিম্নে রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো–

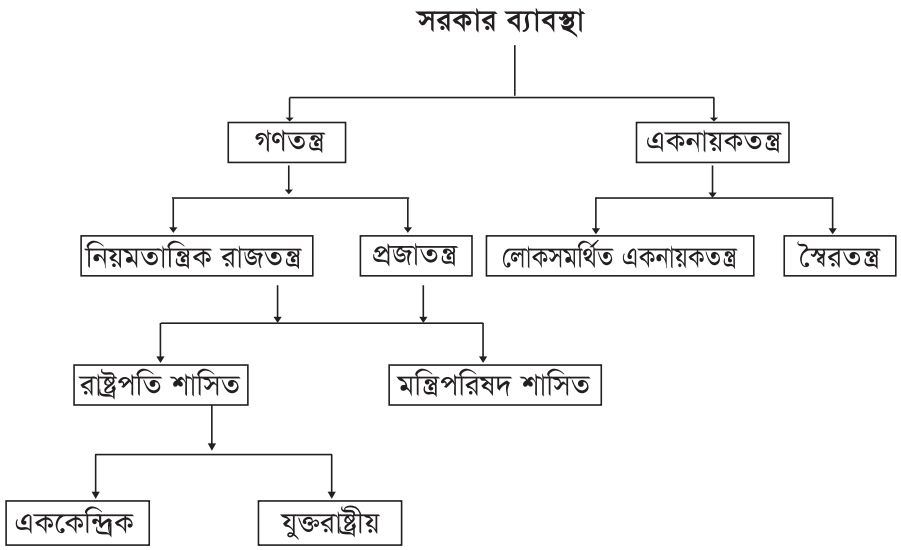

এছাড়া অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সরকারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় । যথা–

(১) পুঁজিবাদী ও (২) সমাজতান্ত্রিক ।

১। **পুঁজিবাদী :** পুঁজিবাদী যে ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা, বিনিয়োগ ও মুনাফা অর্জনের উপর সরকারের কোন বাধা নিষেধ থাকে না তাকে পুঁজিবাদী সরকার বলে । যেমন – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ।

২। **সমাজতান্ত্রিক :** আর যে ব্যবস্থায় ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা সহ উৎপাদনের সকল উপাদান রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে তাকে সমাজতান্ত্রিক সরকার বলে । যেমন– চীন ।

সারসংক্ষেপ

সরকার রাষ্ট্র গঠনের একটি উল্লেখযোগ্য ও অন্যতম উপাদান। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কর্মসূচি ও নীতিমালা প্রকাশিত ও কার্যকর হয়। সরকার রাষ্ট্রের মুখপাত্র সরকার রাষ্ট্রের ইচ্ছার বাস্তবায়ন করে। সরকার বলতে সেই জনগণকে বুঝায় যারা আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা ও বিচার কাজের সাথে জড়িত । সরকারের সাথে রাষ্ট্রের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। ক্ষমতার ভিত্তিতে সরকার দুই ধরনের। গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র । গণতান্ত্রিক সরকার দুই ধরনের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র। আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার দু ধরনের । এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়। আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে গনতান্ত্রিক সরকার আবার দু ধরনের, সংসদীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সরকার পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দুই ধরনের হয়ে থাকে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রের ইচ্ছার প্রকাশ ও বাস্তবায়ন করে —
(ক) জনগণ (খ) রাজনৈতিক দল
(গ) সরকার (ঘ) বিচার বিভাগ

২। রাষ্ট্রকে জীবদেহের সাথে তুলনা করেছেন কে?
(ক) অধ্যাপক লাস্কী (খ) অধ্যাপক গার্নার?
(গ) জনলক (ঘ) ম্যাকাইভার

৩। লিকক আধুনিক সরকারকে কয় ভাগে ভাগ করেছেন?
(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

৪। কোন ধরনের সরকারে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত নয়?
(ক) পুঁজিবাদী সরকার (খ) সমাজতান্ত্রিক সরকার
(গ) একনায়কতান্ত্রিক সরকার (ঘ) প্রজাতান্ত্রিক সরকার

৫। কোন সরকার উত্তম সরকার?
(ক) সমাজতন্ত্র (খ) একনায়কতন্ত্র
(গ) রাজতন্ত্র (ঘ) গণতন্ত্র

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। সরকারকে এক কথায় কি বলা হয়?

২। সরকার কেন প্রয়োজন?

৩। সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তিতে সরকারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

৪। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং কি কি?

৫। পুঁজিবাদী সরকার কাকে বলে?

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (খ), ৩। (গ), ৪। (ঘ), ৫। (ঘ)

পাঠ -২ : সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার কি তা বলতে পারবেন ।
- সংসদীয় সরকারের দোষ-গুণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।
- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের দোষ-গুণ জানতে পারবেন ।

সংসদীয় সরকার

যে শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলে । সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিসদ শাসন ব্যবস্থায় একজন নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন । সরকার পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা থাকে আইনসভার আস্থাভাজন মন্ত্রিসভার হাতে । প্রধানমন্ত্রি হচ্ছেন মন্ত্রিসভার নেতা । সরকার প্রধান, মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকবেন ততক্ষণ শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করতে পারবেন । আইনসভার অনাস্থা প্রকাশ পেলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে । মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য । মন্ত্রিগণ ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সংসদের নিকট জবাবদিহি করেন । গ্রেট ব্রিটেন, ভারত, বাংলাদেশ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকার প্রচলিত রয়েছে ।

সংসদীয় সরকারের গুণাবলি : সংসদীয় সরকার আধুনিককালে জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা । এ সরকারের গুণাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। **দায়িত্বশীলতা :** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়ী থাকে, ফলে সরকার দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে ।

২। **নমনীয়তা :** সংসদীয় সরকার নমনীয় প্রকৃতির । কেননা প্রয়োজনবোধে যে কোন সময় সরকার মন্ত্রিসভার পরিবর্তন করতে পারে ।

৩। **প্রতিনিধিত্ব মূলক শাসন ব্যবস্থা :** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার জন প্রতিনিধিত্ব মূলক শাসন ব্যবস্থা । নিবার্চিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এটি গঠিত হয় । জনমতের উপর ভিত্তি করে শাসন পরিচালনা করে ।

৪। **শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক :** সংসদীয় সরকারের শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে । মন্ত্রিসভা অতি সহেজে আইন পরিষদে আইন পাস করে নিতে পারে । কেননা মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য ।

৫। **সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা :** শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকায় এ সরকার ব্যবস্থা সুষ্ঠু শাসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম ।

৬। **স্বেচ্ছাচার বিরোধী :** সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার ক্ষমতায় টিকে থাকা না থাকা নির্ভর করে আইন সভার আস্থা ও অনাস্থার ওপর । মন্ত্রীগণ সংসদের আস্থা অর্জনের জন্য শাসন কার্য পরিচালনায় মনোযোগী হয় । ফলে স্বেচ্ছাচারী সরকার প্রতিষ্ঠার আশংঙ্কা দূর হয় ।

৭। **যোগ্য লোকের শাসন :** অধ্যাপক লাস্কীর মতে, "রাজনৈতিক অভিজ্ঞ এবং আইন পরিষদে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম এমন সদস্যদের মন্ত্রিসভার নিয়োগদানের ফলে সংসদীয় ব্যবস্থায় যোগ্য লোকের শাসন কায়েম হয় ।"

৮। **দ্রুত আইন প্রণয়ন :** এই শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভায় সদস্যাগণ আইনসভার সদস্য। প্রধানমন্ত্রি শুধু মন্ত্রিসভার নেতা নন, আইনসভারও নেতা। ফলে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা অতি সহজে দ্রুত আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়।

সংসদীয় সরকারের দোষ

সংসদীয় সরকারের কিছু উল্লেখযোগ্য গুণ থাকলেও এর কিছু দোষ বা ত্রুটি আছে। সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। **সংকট কালে অনুপযোগী :** এ ব্যবস্থা সংকট মোকাবেলার উপযোগী নয়। মন্ত্রিপরিষদ ও আইন পরিষদের আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় বলে অনেক সময় দ্রুত সিদ্ধান্তের অভাবে সংকট উত্তরণ সম্ভব হয় না।

২। **অযোগ্যর শাসন :** এ শাসন ব্যবস্থাকে অযোগ্যর শাসন বলা হয়। কেননা মন্ত্রীগণ রাজনৈতিক নেতা হলেও প্রশাসনে দক্ষ ও পারদর্শী নয়। ফলে তাদেরকে আমলানির্ভর হয়ে শাসন কার্য পরিচালনা করতে হয়।

৩। **সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারী শাসন :** সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদের সংখাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় তাদের পতনের ভয় থাকে না, ফলে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে।

৪। **স্থিতিশীলতার অভাব :** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের কার্যকাল আইন পরিষদের আস্থার ওপর নির্ভরশীল। যে কোন সময় অনাস্থার মাধ্যমে মন্ত্রি পরিষদের পতন ঘটতে পারে। ফলে সরকার অস্থিতিশীল হতে পারে।

৫। **মন্ত্রিসভায় একনায়কত্ব :** এ ব্যবস্থায় দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার কঠোর দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আইন সভার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বাস্তবে মন্ত্রিসভার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬। **দলীয় স্বার্থ :** সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষে অনেক সময় দলীয় স্বার্থই প্রাধান্য পায়। গঠনমূলক সমালোচনার পরিবর্তে বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা নীতি বা দলাদলি প্রাধান্য পায়।

৭। **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অনুপস্থিতি :** সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য, ফলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর হয় না।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে সেই ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি তার মন্ত্রিমণ্ডলী দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং তিনি তার কার্যনীতির জন্য আইন বিভাগের কাজে দায়ী নন, জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।

এ ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ এবং আজ্ঞাবহ কর্মচারী মাত্র, রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রিত্ব নির্ভর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রাজিল প্রভৃতি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রচলিত আছে।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণ

১। **দক্ষ শাসন ব্যবস্থা :** সমাজে এমন অনেক যোগ্য, সৎ ও দক্ষ ব্যক্তি আছেন যারা নির্বাচনী হাঙ্গামা এড়িয়ে চলেন, রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় এ সমস্ত ব্যক্তিদের মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা সম্ভব। ফলে শাসন কার্যের দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়।

২। **দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত :** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য আইনসভার সাথে আলোচনার সময় অপচয় করতে হয় না।

৩। **ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত :** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি বিভাগ একে অপরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে কার্যপরিচালনায় মনোনিবেশ করে এবং স্বীয় বিভাগের কাজের উন্নয়ন ঘটায়।

৪। **স্থায়ীত্ব :** এ সরকার তুলনামূলকভাবে স্থায়ী। যখন তখন সরকার পরিবর্তনের মত দুরবস্থার শিকারে পরিণত হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নির্বিঘ্নে সরকার পরিচালনা করে।

৫। **আইনসভার প্রভাব মুক্ত শাসন বিভাগ :** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মন্ত্রীগণ সংসদ সদস্যদের চাপমুক্ত থাকে। ফলে তারা নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে সরকারের নিয়ম-নীতি প্রয়োগ করতে পারে।

৬। **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সুফল ভোগ :** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ফলে শাসন বিভাগ স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। ফলে জনমনে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারে।

৭। **উন্নয়নে সহায়ক :** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিধায় এ ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে জাতীয় উন্নয়ন করা সম্ভব হয়।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের ত্রুটি

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের উল্লেখযোগ্য গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও এর কতগুলো ত্রুটি আছে। যেমন–

১। **নেতৃতের সংকট :** এ শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক চর্চা কম হওয়ায় জনগণ রাজনৈতিক শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে থাকে, ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংকট সৃষ্টি হয়।

২। **দায়িত্বহীন সরকার :** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে দায়িত্বহীন সরকার বলে অভিযুক্ত করা হয়। কেননা রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিপরিষদ তাদের কার্যনীতির জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী নয়। আবার রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করাও সময় সাপেক্ষে ব্যাপার।

৩। **আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের অভাব :** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ একে অপর থেকে অনেকাংশে স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উভয় বিভাগের মধ্যে সু-সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। না হলে সংকটকালে দেশে অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

৪। **অনমনীয় শাসন :** রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থায় সংবিধান সাধারণত সহজে পরিবর্তন করা যায় না। ফলে শাসন ব্যবস্থা ও অনমনীয় প্রকৃতির হয়। কোথাও কোন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তা সহজে করা যায় না। আবার রাষ্ট্রপতিকে সহজে পদচ্যুত করা যায় না বলে কাম্য পরিবর্তন ঘটানো কঠিন।

৫। **স্বেচ্ছাচারী শাসন :** রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব থাকায় এবং মন্ত্রীগণ তার আজ্ঞাবহ হওয়ায় রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাচারী শাসকে পরিণত হতে পারেন।

৬। **অপ্রতিনিধিত্বশীল :** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি জনগণ কৃর্তক নির্বাচিত হলেও শাসন বিভাগের অন্যান্য মন্ত্রী জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নন। ফলে তাদের কার্যনীতির মধ্যে জনগণের অভাব-অভিযোগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে না।

৭। **আইন প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি :** মন্ত্রিপরিষদ শাসনকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক সময় নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু তারা আইন বিভাগের সদস্য না হওয়ায় সরাসরি আইন উত্থাপন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। ফলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় অনেক সময় প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়নে বাধার সৃষ্টি হয়।

সারসংক্ষেপ

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থা বলতে সেই শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে শাসন ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে গঠিত মন্ত্রিপরিষদের উপর ন্যস্ত থাকে। মন্ত্রিপরিষদ তাদের কার্যাবলির জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। তিনি তার মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংসদীয় সরকার কোন প্রকৃতির?

(ক) নমনীয় (খ) অনমনীয়

(গ) জটিল (ঘ) স্বেচ্ছাচারী

২। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণ কোনটি?

(ক) নমনীয়তা (খ) স্থিতিশীলতা

(গ) অধিক সমলোচনার সুযোগ (ঘ) রাজনৈতিক সচেতনতা

৩। কোন দেশে সংসদীয় সরকার চালু আছে?

(ক) সৌদী আরবে (খ) ফ্রান্সে

(গ) বাংলাদেশে (ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

৪। কোন দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার চালু আছে?

(ক) বাংলাদেশ (খ) ব্রিটেন

(গ) ভারত (ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। কোন কোন দেশে সংসদীয় সরকার চালু আছে?

২। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণগুলো কি কি?

৩। সংসদীয় সরকারের গুণগুলো কি কি?

৪। কোন্ কোন্ দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার চালু আছে?

৫। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের দোষগুলো কি কি?

উত্তরমালা

১. (ক), ২. (খ), ৩. (গ), ৪. (ঘ)।

পাঠ-৩ : এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- এককেন্দ্রিক সরকার কি তা বলতে পারবেন ।
- এককেন্দ্রিক সরকারের দোষ-গুণ বর্ণনা করতে পারবেন ।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দোষ-গুণ আলোচনা করতে পারবেন ।

কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার দুই ভাগে বিভক্ত । যথা–

(১)এককেন্দ্রিক সরকার

(২)যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

এককেন্দ্রিক সরকার : এককেন্দ্রিক সরকার বলতে সেই সরকারকে বোঝায়, যেখানে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হয় ।

এই ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয় না । তবে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনবোধে প্রাদেশিক সরকারকে কিছু ক্ষমতা প্রদান করে । এ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণও করে কেন্দ্রীয় সরকার । অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট মাত্র । শাসন ক্ষমতা পরিচালিনার ক্ষেত্রে এরা কোন সাংবিধানিক স্বাধীনতা ভোগ করে না । যেমন : বাংলাদেশ, জাপান, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত আছে ।

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** যেকোন সমস্যা মোকাবিলায় এককেন্দ্রিক সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে । কেন্দ্র কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্ত সারা দেশে বাস্তবায়িত হয় বিধায় দ্রুত সমস্যার সমাধান হয় । সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত মতান্তর দেখা দেয়ার সম্ভবনা কম ।

২। **সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা :** এ শাসন ব্যবস্থা প্রশাসনিক জটিলতা থেকে মুক্ত হওয়ায় সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে ।

৩। **নমনীয় প্রকৃতির :** এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা নমনীয় প্রকৃতির । কেননা এ সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । এ সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংকটাপন্ন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে ।

৪। **মিতব্যয়ী সরকার :** এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজ বিধায় সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম । সুতরাং প্রশাসনিক ব্যয়ও কম ।

৫। **সাংগঠনিক সরলতা :** এককেন্দ্রিক সরকারের সংগঠন সহজ ও সরল । এ ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতা বণ্টন সংক্রান্ত কোন সংকট বা জটিলতা সৃষ্টি হয় না ।

৬। **ছোট রাষ্ট্রের উপযোগী :** এককেন্দ্রিক সরকার অভিন্ন কৃষ্টি সমৃদ্ধ ছোট রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী ।

৭। **জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক :** এ ব্যবস্থায় সমগ্র দেশের জন্য একই আইন, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণীত হয় । ফলে প্রশাসনিক সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয় ।

৮। **বিচ্ছিন্নতার মনোভাব জাগ্রত হয় না :** এই ব্যবস্থায় কোন অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ নেই । কারণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করার সুযোগ নেই বলে বিচ্ছিন্নতার মানোভাব জাগ্রত হয় না ।

এককেন্দ্রিক সরকারের দোষ

১। **অধিকারহীন স্থানীয় সরকার :** এ শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্টি। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত ক্ষমতা বাস্তবায়িত করাই এদের কাজ। এরা ক্ষমতা ব্যবহারে কোন সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করে না।

২। **আমলাদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি :** এককেন্দ্রিক সরকার কেন্দ্রীয় কার্য-নীতি স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য আমলাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে আমলাদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়।

৩। **কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রবল চাপ :** সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রবল চাপ থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর প্রবল চাপ পড়ে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমুদয় কাজ কেন্দ্রীয় সরকারকে সমাধান করতে হয়। ফলে, প্রশাসকগণ অফিসের রুটিন কাজের চাপে জনহিতকর কাজের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে।

৪। **স্বায়ত্তশাসনের অভাব :** এই সরকারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন থাকে না। ফলে অঞ্চলগুলোর প্রশাসন ও প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য কেন্দ্রের দ্বারস্থ হতে হয়।

৫। **ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সুফল পায় না :** সরকারের সমুদয় ক্ষমতা একটি কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দায়িত্বের বোঝা বৃদ্ধি পায়। ফলে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীয়করণের সুফল থেকে এ সরকার বঞ্চিত হয়।

৬। **বৃহৎ রাষ্ট্রের অনুকূল নয় :** এককেন্দ্রিক সরকার বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য অনুকূল নয়। অভিন্ন আইন দ্বারা সমস্যার সমাধান করা হয় বলে আঞ্চলিক স্বার্থ, বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতির যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

৭। **স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশের অনুপযোগী :** এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতি চর্চা কম হওয়ায় স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ কম।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

যেখানে রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। ইংরেজি 'Federation' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Foedus' হতে উদ্ভূত যার অর্থ মিলন বা সন্ধি। উৎপত্তিগত অর্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে, কয়েকটি রাষ্ট্র মিলিত হয়ে যে সরকার গঠন করে তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে।

অধ্যাপক ডাইসি বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হলো জাতীয় ঐক্যের সঙ্গে অঙ্গরাজ্যের অধিকারের সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে গঠিত রাজনৈতিক সংগঠন।" ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাবলি

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কতিপয় গুণাবলি রয়েছে। নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। **শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র :** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায়, ক্ষুদ্র ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল রাষ্ট্রগুলো একত্রিত হয়ে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হয়।

২। **কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ লাঘব করে :** এই সরকার ব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেয়া হয়। ফলে কেন্দ্রের উপর কাজের চাপ কমে যায়।

৩। **স্বৈরশাসন প্রতিরোধ :** যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে সংবিধানের মাধ্যমে প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না।

৪। **আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রসার :** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রসার ঘটে। প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অভিজ্ঞতারও ব্যাপ্তি ঘটে।

৫। **স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায় :** এ সরকার একদিকে জাতীয় এবং অন্যদিকে স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ দেয়। স্থানীয় ও জাতীয় নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় সম্ভব হয়।

৬। **বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী :** বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় রাষ্ট্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা খুবই কার্যকর ও উপযোগী। কেননা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সরকার দুই বিপরীতমুখী প্রবণতাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত। একদিকে যুক্ত হতে চায়, অন্যদিকে আঞ্চলিক স্বকীয়তা বজায় রাখতে চায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সকারের দোষ :

আধুনিক বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটি কাম্য শাসন ব্যবস্থা। কিন্তু এ সরকারের কিছু অন্তর্নিহিত দোষ আছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১। **দুর্বল সরকার :** এই সরকার দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে। ক্ষমতা বণ্টনের ফলে জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকার উভয়ে দুর্বল অবস্থায় থাকে। জরুরি অবস্থায় বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয় না। আঞ্চলিক সরকারগুলোর মতামতের প্রয়োজন দেখা দিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক বিলম্ব ঘটে।

২। **ব্যয়বহুল সরকার ব্যবস্থা :** এই সরকার ব্যবস্থা ব্যয়বহুল। দ্বৈত সরকারের কাঠামো তৈরি ও বজায় রাখতে গিয়ে অনেক বাহুল্য খরচের সম্মুখীন হতে হয়।

৩। **সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব :** সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে জনকল্যাণ বিঘ্নিত হয় ও রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে।

৪। **শাসনতান্ত্রিক জটিলতা :** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করে। অঙ্গরাজ্যগুলো নিজ নিজ বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বাধীন বলে এক অঙ্গরাজ্যের অধিবাসী অন্য অঙ্গরাজ্যে গিয়ে বিপরীতমুখী আইনের সম্মুখীন হয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে পারেন।

৫। **বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় :** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রদেশগুলোর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করায় তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। ফলে সামান্য ভুল বুঝাবুঝির কারণে প্রদেশগুলোর বিছিন্ন হওয়ার ভয় থাকে।

৬। **জাতীয় উন্নয়ন বিঘ্নিত :** শাসন ক্ষমতা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। ফলে জনকল্যাণ ও জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

৭। **নাগরিকদের ঔদাসীন্য :** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় নাগরিকদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রদেশকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় বিধায় তারা কেন্দ্রীয় সরকার ও জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। তাই বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা নাগরিকদের উদাসীনতা জন্ম দেয়।

সারসংক্ষেপ

কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়। যখন শাসন ক্ষমতা একটা কেন্দ্রের হাতে থাকে তখন তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। আর শাসন ক্ষমতা যখন কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয় তখন তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। ছোট রাষ্ট্রের জন্য এককেন্দ্রিক সরকার উপযোগী। আর বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা উপযোগী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এক কেন্দ্রিক সরকারের ক্ষমতা কার হাতে থাকে?

(ক) অঙ্গরাজ্য খ) প্রাদেশিক সরকার

গ) কেন্দ্রীয় সরকার ঘ) আঞ্চলিক সরকার

২। এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ কোনটি?

(ক) নমনীয়তা খ) অনমনীয়তা

গ) বড় রাষ্ট্রের উপযোগী ঘ) শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা কিভাবে বণ্টন করা যায়?

(ক) প্রদেশের ইচ্ছায় খ) কেন্দ্রের ইচ্ছায়

গ) প্রাদেশিক সরকারে ইচ্ছায় ঘ) সাংবিধানিকভাবে

৪। যুক্তরাষ্ট্রের দোষ কোনটি?

(ক) জটিল পদ্ধতির শাসন খ) নমনীয়

গ) পরিবর্তনশীল ঘ) কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচার।

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার কয় ভাগে বিভক্ত।

২। এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থার কোন কোন দোষ রয়েছে?

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কি?

৪। ভারত, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার রয়েছে?

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (ঘ), ৩। (ঘ), ৪। (ক)

পাঠ-৪ : গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- গণতন্ত্রের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন ।
- গণতন্ত্রের দোষ-গুণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন ।
- একনায়কতন্ত্রের দোষ-গুণ বর্ণনা করতে পারবেন ।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

বর্তমানকালে 'গণতন্ত্র' সবচেয়ে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য সরকার ব্যবস্থ্যা । গণতন্ত্রে জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস । গণতন্ত্রের ইংরেজি শব্দ Democracy শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Demos' এবং 'Kratos' বা 'Kratia' থেকে উদ্ভূত । যার অর্থ জনগণ ও শাসনক্ষমতা । অর্থাৎ গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন ক্ষমতা । গণতন্ত্রে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের মতে, "Democracy is a government of the people, by the people and for the people."

অধ্যাপক ডাইসি বলেছেন, "গণতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে শাসকগণ তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ ।" গণতন্ত্র আধুনিককালে সবচেয়ে জনপ্রিয় সরকার ব্যবস্থা । গণতান্ত্রিক সরকারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ।

(১) প্রজাতন্ত্র (২) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ।

প্রজাতন্ত্র : এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন । আমাদের বাংলাদেশ একটি প্রজাতন্ত্র । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র : রাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় রাজা থাকেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান । তবে নিয়মতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা থাকে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে । এরূপ সরকার ব্যবস্থা যুক্তরাজ্যে চালু রয়েছে ।

গণতন্ত্রের গুণাবলি

গণতন্ত্র জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা । জনগণের কল্যাণে এ সরকার ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে । বস্তুত গণতন্ত্র গুণের অধিকারী । নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১ । **আইনের শাসন :** গণতন্ত্র আইনকে সর্বোচ্চ আসনে রাখে । কোন ব্যক্তিকে বিনা কারণে শাস্তি দেয়া যাবে না । বিনা বিচারে আটকে রাখা যাবে না । আইনের চোখে সবাই সমান ।

২ । **রাষ্ট্র পরিচালনায় সকলের অংশগ্রহণ :** গণতন্ত্রে যেহেতু সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ, সেহেতু রাষ্ট্র পরিচালনায় সকলের অংশগ্রহণ থাকে ।

৩ । **দায়িত্বশীল শাসন :** জনপ্রতিনিধিগণ তাদের কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়ী থাকেন ফলে তাদের জবাবদিহিতা থাকে । এ কারণে এ সরকার দায়িত্বশীল ।

৪ । **নাগরিক মর্যাদা বৃদ্ধি :** এই সরকার নাগরিকদের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক । রাষ্ট্রীয় কাজে নাগরিকগণের অংশগ্রহণ তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে ।

৫ । **সাম্য ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ :** গণতন্ত্র সাম্য ও স্বাধীনতার মত মহান আদর্শে বিশ্বাসী । "মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই, সকল মানুষই সমান" গণতন্ত্র এই মহান আদর্শকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালায় । গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ করে ।

৬। **বিপ্লবের আশঙ্কা হ্রাস :** গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ সরকার পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকায় বিপ্লব বা হিংসাত্মক কার্যাবলির মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রয়োজন হয় না। কেননা নির্বাচনের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীকে বিনা রক্তপাতে ক্ষমতা থেকে বিদায় করা যায় বা পছন্দনীয় দল বা ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসানো যায়।

৭। **জনসম্মতি ভিত্তিক :** গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয় জনগণের সম্মতিক্রমে। জনসমর্থন হারালে নির্বাচনে সরকারকে পরাজিত হতে হয়। সুতরাং, গণতন্ত্র হচ্ছে জনসম্মতি-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা।

৮। **নমনীয় শাসনব্যবস্থা :** গণতন্ত্র নমনীয় শাসনব্যবস্থা। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শাসক বদল করা যায়। গণতন্ত্রে শাসকগণ পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে পারে।

গণতন্ত্রের দোষ

বিশ্বের কোনো কিছুই ত্রুটিহীন নয়। গণতন্ত্র উত্তম শাসন ব্যবস্থা হলেও এর দোষ আছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব :** এই ব্যবস্থা অধিক জনপ্রতিনিধি থাকায় যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয়।

২. **দলীয় মনোভাব :** এ ব্যবস্থায় দলীয় সংকীর্ণ মানসিকতা চরমে ওঠে এবং সবকিছু দলীয়ভাবে চিন্তা করা হয়।

৩. **ব্যয়বহুল :** এ ব্যবস্থায় বহু জনগণ জড়িত থাকার কারণে সরকারের ব্যয় বাড়ে। ফলে সরকারের প্রচুর অপচয় হয়।

৪. **দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কঠিন :** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা কঠিন। কেননা, গণতন্ত্রে যখন-তখন সরকারের পতন ঘটতে পারে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়ে ।

৫. **গণতন্ত্র স্থিতিশীল নয় :** গণতন্ত্রে দলাদলির জন্য জাতীয় ঐক্য নষ্ট হয় এবং সরকারের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়। মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে একটি দল অনায়াসেই ক্ষমতায় আসতে পারে।

৬. **স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি :** গণতন্ত্রে দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি চরমে ওঠে। ফলে সমাজে অরাজকতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

৭. **অজ্ঞ ও অযোগ্যদের শাসন :** প্লেটো, এরিস্টটল গণতন্ত্রকে মূর্খ ও অযোগ্য লোকদের শাসন ব্যবস্থা মনে করতেন। কারণ, তাঁদের মতে, অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত হওয়ায় তারা যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

৮. **দ্রুত নীতি পরিবর্তন :** এই ব্যবস্থায় সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে দলীয় স্বার্থে ঘন ঘন নীতি পরিবর্তিত হয়। ফলে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

৯. **আবেক দ্বারা পরিচালিত :** গণতন্ত্রে আবেগের প্রভাব বেশি। আবেগময় বক্তৃতার জোরে এখানে মানুষকে সহজেই বশ করা যায়। সম্মোহনী বক্তৃতা দিয়ে দুর্নীতিপরায়ণ ও অযোগ্য ব্যক্তিও নির্বাচিত হয়।

একনায়কতন্ত্র

একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা : একনায়কতন্ত্র বলতে সেই শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে রাষ্ট্র পরিচালনার সামগ্রিক ক্ষমতা একজন ব্যক্তি বা একজন 'নায়ক' হস্তগত করেন। তার বিরুদ্ধাচারণ তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি চরম ক্ষমতার অধিকারী, তার আদেশই আইন। তিনি কোন প্রকার সমালোচনা সহ্য করেন না। একনায়কতন্ত্র একজন চরম শাসক নিয়ে গঠিত। একনায়কতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী। একনায়কতন্ত্রে প্রচার মাধ্যমগুলোর উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্পেন, ইতালি ও জার্মানিতে

একনায়কতান্ত্রিক সরকারের অবির্ভাব ঘটে। জার্মানির হিটলার, ইতালির মুসোলিনি এবং স্পেনের ফ্রাংকো একনায়ক ছিলেন।

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

১. জনমত বা জনপ্রতিনিধিগণের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের দায়বদ্ধতা না থাকায় একনায়ক দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারনে।

২. ছলে-বলে-কৌশলে একজন একনায়ক দীর্ঘদিন একক নিয়ন্ত্রণে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করার প্রয়াস পেয়ে থাকেন।

৩. একনায়কের নেতৃত্বাধীন শাসন ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি কর্তৃত্বহীন ক্ষমতা ধারণ ও প্রয়োগ, যা একনায়কের নেতৃত্বের প্রধান অযোগ্যতা প্রমাণ করে। একনায়ক উচ্চাভিলাষী, পরমত অসহিষ্ণু, গণতন্ত্রে আস্থা ও সম্মানবোধহীন এবং দাম্ভিক হয়ে থাকেন।

একনায়কতন্ত্রের গুণ

একনায়কতন্ত্র একচেটিয়া ও সর্বাত্মক ধরণের সরকার হলেও এর কিচু গুণ আছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১। **যোগ্য নেতৃত্ব** : একনায়ক সাধারণত অসাধারণ গুণাবলির অধিকারী হন। তার মধ্যে এমকন এক সম্মোহনী নেতৃত্বে থাকে যা সকলকে আকৃষ্ট করে। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা অপরিসীম।

২। **দ্রুত কর্ম সম্পাদন** : একনায়ক রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বেসর্বা। তাই তিনি কর্ম সম্পাদনে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। ফলে যে কোনো সমস্যার তিনি দ্রুত মোকাবেলা করতে পারেন।

৩। **সাংগঠনিক সরলতা** : একনায়কতন্ত্র সরল প্রকৃতির কাঠামোর অধিকারী। এখানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নেই। একজনের সিদ্ধান্ত সকল স্তরে কার্যকর হয়। কাজেই স্তরে স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বহু প্রশাসনিক ধাপের প্রয়োজন হয় না। ফলে নির্বাহী খরচও কম হয়।

৪। **ঐক্য ও শৃঙ্খলার সহায়ক** : একনায়ক চূড়ান্ত আনুগত্য আদায়ের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম। একনায়কের গুণগান জাতীয় কর্তব্যে পরিণত হয় বিধায় একনায়কের প্রতি সকলেই আনুগত্য দেখায়।

একনায়কতন্ত্রের দোষ :

একনায়কতন্ত্রের কিছু দোষ রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো–

১. **জনমত ভিত্তিক নয় :** একনায়কতন্ত্র জনমতের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং, একনায়কতন্ত্রী জনগণের মতামতকে কঠোর হস্তে দমন করে থাকে।

২. **শান্তি বিরোধী :** একনায়কতন্ত্র শান্তি নয়, বরং যুদ্ধে বিশ্বাসী। এ ব্যবস্থা বিশ্বশান্তি বা সহযোগিতায় বিশ্বাস করে না। যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্য বিস্তারে গৌরববোধ করে।

৩. **অস্থায়ী ব্যবস্থা :** একনায়কতন্ত্র মূলত অস্থায়ী ব্যবস্থা। একনায়কের মৃত্যু হলে বা দলীয় ব্যবস্থার অবসান হলে রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

৪. **ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী :** এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তিকে বিসর্জিত হতে হয়। ব্যক্তির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক নৈতিকতা পর্যন্ত রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না।

৫. **বিপ্লবের সম্ভাবনা :** একনায়তন্ত্রে কোন নিয়ম থাকে না। ফলে সরকার পরিবর্তনের সকল নিয়মতান্ত্রিক পথ বন্ধ হয়ে যায়। শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ না থাকায় সরকার পরিবর্তনের আন্দোলন বা বিপ্লবের পথ বেছে নিতে হয়। ফলে রাষ্ট্রের শাসন কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে।

৬. **স্বৈরাচারী শাসন :** একনায়ক তার কাজের জন্য কারও নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন না। তার সিদ্ধান্তই আইন। উপদেষ্টা বা মন্ত্রীগণ তার নিকট দায়ী থাকেন। ফলে তিনি স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন।

৭. **রাষ্ট্রের প্রাধান্য :** রাষ্ট্র সব কিছুর উর্ধ্বে। "রাষ্ট্রের জন্য সব, জনগণের জন্য রাষ্ট্র নয়,"– এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। জনগণের বাক স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকে না।

সারসংক্ষেপ

বর্তমানকালে সরকার দুই ধরনের। একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক সরকার দুই প্রকার : নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র। বর্তমানকালে গণতন্ত্র সবচেয়ে উত্তম ও গ্রহণযোগ্য সরকার ব্যবস্থা। একনায়কতন্ত্র একমতে বিশ্বাসী। এটি একটি স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আধুনিক সরকারকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা হয়?
(ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ

২। কোনটি উত্তম সরকার?
(ক) গণতন্ত্র খ) রাজতন্ত্র গ) স্বৈরতন্ত্র ঘ) একনায়কতন্ত্র

৩। কোনটি গণতান্ত্রিক সরকারের গুণ-
(ক) দ্রুত সিদ্ধান্ত খ) দায়িত্বশীল শাসন গ) সরল সরকার কাঠামো ঘ) স্বেচ্ছাচারী শাসন

৪। গণতান্ত্রিক সরকার কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত?
(ক) নির্বাচনের উপর খ) সম্মতির উপর গ) বিপ্লবের উপর ঘ) শক্তির উপর

৫। একনায়কতন্ত্রে প্রকৃত ক্ষমতা কার হাতে?
(ক) জনগণের হাতে খ) শাসক দলের হাতে গ) শাসন বিভাগের হাতে ঘ) একজনের হাতে

(খ) এক কাথায় উত্তর দিন

১। গণতন্ত্রের ইংরেজী শব্দ কি?
২। গণতান্ত্রিক সরকার কয়ভাগে বিভক্ত?
৩। গণতন্ত্রে প্রকৃত ক্ষমতা কার হাতে থাকে?
৪। একনায়কতন্ত্র কাকে বলে?
৫। একনায়কতন্ত্রে প্রকৃত ক্ষমতা কার হাতে থাকে?
৬। রাষ্ট্রকে সকল কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেয় কোন সরকার ব্যবস্থা?

উত্তরমালা

১। (ক), ২। (ক), ৩। (খ), ৪। (ক), ৫। (ঘ)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১। সরকার বলতে কি বোঝায়?
২। সংসদীয় সরকার বলতে কি বোঝায়?
৩। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কাকে বলে?
৪। এককেন্দ্রিক সরকার কি?
৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কি?
৬। গণতন্ত্র বলতে কি বোঝায়?
৭। একনায়কতন্ত্র কাকে বলে?
৮। গণতন্ত্রের গুণ কি কি?

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। সরকারের সংজ্ঞা দিন। রাষ্ট্রের সাথে সরকারের সম্পর্ক আলোচনা করুন।
২। সরকারের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।
৩। সংসদীয় সরকার কি? এর গুণ ও দোষগুলো আলোচনা করুন।
৪। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কি? এর গুণ ও দোষগুলোর বিবরণ দিন।
৫। এককেন্দ্রিক সরকার কি? এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ ও দোষ বর্ণনা করুন।
৬। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সংজ্ঞা দিন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণ ও দোষ বর্ণনা করুন।
৭। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিন। গণতন্ত্রের গুণ ও দোষগুলো আলোচনা করুন।